আচরণবিধি নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ প্রার্থীদের

ঢাবি প্রতিবেদক
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচার আগামীকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে। তবে এর আগেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অনেক প্রার্থীই কৌশলে কুশল বিনিময়ের নামে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদলের মনোনীত সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। যদিও বিধি লঙ্ঘন হয়নি, বলে দাবি আবিদুল ইসলাম খানের। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি আবার পাল্টা অভিযোগ করছেন।

গতকাল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ পেয়েছি। কমিশনের সদস্যরা এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। এরপর কমিশনের

সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেব।’

জানা গেছে, আবিদুল ইসলাম খান গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের পাঠকক্ষে প্রবেশ করে অধ্যয়নরত একাধিক শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। তিনি তাদের দোয়া-সমর্থন চান এবং কোলাকুলি করেন।

গতকাল ব্যবসায় অনুষদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে শিবির সমর্থিত সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে এক ধরনের সাজসাজ আমেজ বিরাজ করলেও নির্বাচন কমিশনের নমনীয় আচরণের কারণে কিছু প্যানেল ও প্রার্থীরা নিয়মিত আচরণবিধি লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। দলবদ্ধ হয়ে প্রচার চালাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের রিডিং রুমে পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন। আমরা ফরমালি এবং ইনফরমালি জানানোর পরও কমিশন আচরণবিধিগুলো লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এদিকে ৮ দফা দাবিতে কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়েছে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল। স্মারকলিপি জমা শেষে প্যানেলটির সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনো অভিযোগ এলে, তারা শুধু প্রার্থীদের আশ্বাস দেয়। আমরা এমন আশ্বাস কমিশন চাই না। এ ছাড়া একটি শক্তি ডাকসু বানচালের চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্টত বলতে চাই, কেউ যদি ডাকসু বানচালের চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিহত করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠলে লঙ্ঘন হয়নি বলে দাবি করেন ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনকে বলব শিবির ও বাগছাসের পরামর্শ অনুযায়ী এমন একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হোক, যাতে ভিপি ও জিএস প্রার্থীদের শিকল দিয়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা যায়। কারণ, প্রার্থীরা বাইরে বের হলে শিক্ষার্থীরা সালাম দেবে, কথা বলবেনÑ এটিও যদি আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়, তাহলে শিকলেই বন্দি থাকা ভালো।’

এর আগে দুপুরে বিজয় একাত্তর হলে কুশল বিনিময় করতে আসেন ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্যান্টিনে খাবারও খান। খাওয়া শেষে সাংবাদিকদের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমরা আগে মজলুম ছিলাম। ৫ আগস্ট পরবর্তী এই এক বছরেও ঢাবি ক্যাম্পাসে আমরা মজলুমই আছি।’

তিনি বলেন, ‘হলগুলোতে আমাদের নারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ছাত্রলীগের আতিকাকে যেভাবে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের নারী নেতাকর্মীদেরও নাকি সেভাবে বের করে দেওয়া হবে।’

ছাত্রদলের জিএস পদপ্রার্থী তানভীর বারী হামিম বলেন, ‘প্রত্যেকটা সংগঠন আমাদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। অথচ আমরা দেখেছি আচরণবিধি ভঙ্গ করে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য গতকাল টিএসসিতে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করেছে। আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।’

মাদকমুক্ত নেতৃত্ব নিশ্চিতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের দাবি জানিয়েছে চার সদস্যবিশিষ্ট আংশিক প্যানেলের সমাজসেবা সম্পাদক পদপ্রার্থী এবি জুবায়ের। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তিনি। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন ওই সংবাদ সম্মেলনে।

চলমান বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেমিস্টার ফাইনাল ও মিডটার্ম পরীক্ষাগুলো নির্বাচনের পর নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলো। গতকাল ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের শিবির সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বলেন, ‘অনেক ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা চলমান, আবার কিছু ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হবে। এতে শিক্ষার্থীরা আনন্দমুখর পরিবেশটা উপভোগ করতে পারছে না। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, এই পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে ডাকসু নির্বাচনে পরে নিলে শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবে।’

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে একই দাবি জানান বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের প্যানেল ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’। লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থী মোজাম্মেল হক বলেন, ‘নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বা পরপরই পরীক্ষা থাকায় অনেকের নির্বাচনী কর্মকা- ব্যাহত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ৫-১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত রেখে কেবল ক্লাস চালু রাখতে হবে। এর ফলে প্রার্থীরা পড়াশোনা ও নির্বাচনের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হবেন না। ভোটাররা যথাযথভাবে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাইয়ের সময় পাবেন।'

আপিলের প্রার্থিতা ফিরে পাচ্ছেন ৩৪ জন

তথ্য বিভ্রান্তি থাকাতে ত্রুটিপূর্ণ বলে ৪৭ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়। স্থগিতের পরে প্রার্থিতা ফিরে পেতে ৩৪ জন আপিল করেন। আপিলের প্রেক্ষিতে প্রার্থিতা ফিরে পাচ্ছেন তারা। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমরা তথ্য বিভ্রান্তির কারণের কিছু সংখ্যক প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত রেখেছিলাম। পরবর্তী সময়ে ৩৪ জন আপিল করলে সেগুলো আপিল নিষ্পত্তি বোর্ডে পাঠিয়ে দিই। আমরা আন-অফিসিয়ালি জেনেছি আপিলকারীদের পক্ষে রায় হয়েছে। আশা করছি, শিগগিরই তা অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হবে।'

এদিকে স্বতন্ত্র ভিপি (সহসভাপতি) পদপ্রার্থী ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মো. জুলিয়াস সিজার তালুকদার এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের আরেক নেতা বায়েজিদ বোস্তামীর প্রার্থিতা বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এটি উচ্চতর কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ আমরা মানতে বাধ্য। ফলে পূর্ণ কমিশন বসে এ দুজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ছয় দাবিতে নির্বাচন কমিশনে বামপন্থি প্যানেলের স্মারকলিপি

সংবাদ সম্মেলন শেষে অপরাধে সম্পৃক্তদের প্রার্থিতা বাতিল, পরীক্ষা সাময়িক স্থগিতসহ ৬ দাবিতে ডাকসু ও হল সংসদ প্রধান নির্বাচন কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়েছে প্রতিরোধ পর্ষদ। দাবিগুলো হলোÑ অপরাধে সম্পৃক্তদের প্রার্থিতা বাতিল, পরীক্ষা সাময়িক স্থগিত, ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানান্তর, আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন, ব্যালটে ছবি সংযুক্তকরণ এবং ভোটদান প্রক্রিয়া সহজ করা।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে বিটিআরসিকে চিঠি

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ থেকে তা নিশ্চিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। এতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা মঞ্চ', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-১' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-২'সহ আরও কয়েকটি চিহ্নিত অনলাইন পেজ অনতিবিলম্বে বন্ধ করে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ক্যাম্পাস শাটল সার্ভিস

ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ পরিবহন সেবা ‘শাটল সার্ভিস’ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত শনিবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. জসীম উদ্দিনের ‘গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন’-এর চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়। ফলে গতকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় সেবা।

এদিকে নির্বাচনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইলে ভোটদানের ব্যবস্থা করা হবে। তবে ব্রেইলে ইচ্ছুকদের করতে হবে আবেদন। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

২০২৫ সালের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে কিছু সংখ্যক ব্যালট পেপার ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী বা ভোটার ব্রেইলে ভোটদানে ইচ্ছুক, তাদের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর এবং হল সংসদের জন্য আবাসিক হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা ২৬ আগস্টে মধ্যে আবেদন অথবা সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ডাকসুর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে আগামী ২৬ আগস্ট প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ছাত্রদলের ‘নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’ গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম তদারকির জন্য ‘নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’ গঠন করেছে। গতকাল রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্রদলের সমর্থিত প্যানেলের প্রচারণা ও নির্বাচনী পরিকল্পনার সব কার্যক্রম পরিচালনা এবং তদারকির সার্বিক দায়িত্বে থাকবে এই কমিটি।

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদ উদ্দিন নাহিদ স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমিটিতে পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা হলেনÑ শ্যামল মান্নান, জাকারিয়া আলম, গগন চন্দ্র রায় সায়েম, নাহিদুজ্জামান শিপন ও মলিক ওয়াসি উদ্দিন তামী।

এতে আরও বলা হয় নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রদল এই কমিটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।